দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 01 APR 2008
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজগুলোতে নকল প্রতিরোধ করুন

বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ডের অধীনে ২০০৬-২০০৭ শিক্ষাবর্ষের ডিএইচএমএস (ডিপ্লোমা-ইন-হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন এন্ড সার্জারি) প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের মোট তেইশটি বিষয়ের তাত্ত্বিক পরীক্ষা ১৯-৩-২০০৮ থেকে ২৫-৩-২০০৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ, ফেডারেল হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজসহ দেশের মোট প্রয়ত্রিশটি হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঐ পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা ব্যাপকভাবে নকল করার সুযোগ পেয়েছে। আর কতিপয় শিক্ষক বিভিন্নভাবে শিক্ষার্থীদের নকলের সহযোগিতা করেছেন বলে জানা যায়। এমনকি তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা নকলের বাহক হিসাবে হলের বাইরে অবস্থানকারী অভিভাবকদের কাছ থেকে নকল সংগ্রহ করে নিয়ে পরীক্ষার হলে শিক্ষার্থীদের সরবরাহ করেছে। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে শিক্ষকরা পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে কোন্ নম্বরের কোন্ প্রশ্নের উত্তর নোটবইয়ের কত পৃষ্ঠায় রয়েছে তা বলে দিয়েছেন। এমনও অভিযোগ পাওয়া গেছে, তারা প্রশ্নের উত্তর বলে দেন এবং শিক্ষার্থীরা তা শুনে শুনে খাতায় লিখে ফেলে। এছাড়া পরীক্ষার সময়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর দেহ তল্লাশি করলে নোটবই/ নোটবইয়ের পাতা পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীদের নিজেদের কলেজে সিট পড়ার জন্যই নকল করার বিভিন্নরকম সুযোগ-সুবিধা পেয়েছে। হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজগুলোতে নকলের জন্য লোক দেখানো কিছুসংখ্যক শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়, অথচ অধিকাংশে শিক্ষার্থী নকল করে ঠিকই, কিন্তু তাদের বহিষ্কার করা হয় না। বলা হয়-কিছুসংখ্যক বহিষ্কার না করলে কেন্দ্র বন্ধ করা যাবে না। প্রকৃতপক্ষে বহিষ্কারের উদ্দেশ্য হলো-শিক্ষার্থী পুনরায় পরীক্ষা দিলে কলেজ কর্তৃপক্ষ বেতন, কি বাবদ চার হাজার টাকার মতো পায়। এটা ব্যবসায়িক বুদ্ধি না প্রতারণার কৌশল? কলেজের প্রবেশমুখে একাধিক কলাপসিবল গেট থাকে। যাতে নকলকারী শিক্ষার্থীদের নকল প্রতিরোধ করা সম্ভব না হয়। গেটে সাংবাদিক বা সরকারি কোনো কর্মকর্তা উপস্থিত হলে ভেতর থেকে অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত গেট খোলা হয় না। এর আগে শিক্ষার্থীদের সতর্ক করে দেয়া হয় যাতে তারা নকল করা থেকে বিরত থাকতে পারে।

আমার গত বছর ব্যবহারিক পরীক্ষায় কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা মৌখিক কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি অথচ তাদের পঁচিশে পঁচিশ দেয়া হয়েছে। এমনকি ব্যবহারিক খাতায় অর্ধেক লেখা ও মৌখিক প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলেও পাস নম্বর ঠিকই দেয়া হয়েছে। এছাড়া লিখিত পরীক্ষায় (ব্যবহারিক) শিক্ষার্থীরা নকল করে থাকে। ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষা এখনো অনুষ্ঠিত হয়নি। এ পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করলে কিছুটা অনুমান করা যাবে।

পরিশেষে ২০০৬-২০০৭ শিক্ষাবর্ষের ডিএইচএমএস পরীক্ষা বাতিল করে নকলমুক্ত পরিবেশে পুনরায় পরীক্ষা নেয়া হোক। নতুবা শিক্ষার্থীরা চিকিৎসকের সনদ পাবেন ঠিকই; কিন্তু কখনো রোগীর চিকিৎসা করতে সমর্থ হবেন না। বিষয়টির প্রতি সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক